C. U. BENGALI (HONS.) QUESTION PAPERS — 2011

Part–III

(Under 1+1+1 New System)

পঞ্চম পত্র — ২০১১

পূর্ণমান—১০০

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক

[নতুন (১+১+১) পাঠক্রম অনুসারে]

২০ নম্বরের প্রশ্নে ৩৫০ শব্দ, ১৬ নম্বরের প্রশ্নে ৩০০ শব্দ, ১০ নম্বরের প্রশ্নে ২০০ শব্দের মধ্যে উত্তর লেখা বাঞ্ছনীয়

১। (ক) গীতিকাব্য কাকে বলে? গীতিকবিতার বিভিন্ন শ্রেণীগুলি কী কী? বাংলা ভাষার একজন প্রধান গীতিকবির রচনা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৪+৬+১০

[অথবা], (খ) উদাহরণসহ যে-কোনো দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করো ঃ ১০+১০

(অ) সাহিত্যিক মহাকাব্য (আ) স্তোত্র কবিতা (ই) পত্র কাব্য

২। (ক) 'পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি' ... কেকয়ীর এই অভিযোগ উক্ত চরিত্রটিকে কীভাবে প্রতিবাদী নারীতে পরিণত করেছে সংশ্লিষ্ট পত্রটি আলোচনা ক'রে দেখিয়ে দাও। ১৬

[অথবা], (খ) বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকা চরিত্রগুলির উপরে পাশ্চাত্য প্রভাব কতখানি ক্রিয়াশীল হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করো। ১৬

৩। (ক) 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় কবির যে সৌন্দর্যভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তার সম্যক পরিচয় দাও। ১৬

[অথবা], 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে কবির যে সুগভীর মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশ ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত তা যে বিশ্বাত্মবোধে উপনীত হয়েছে, 'বসুন্ধরা' কবিতাটি অবলম্বন ক'রে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ১৬

৪। (ক) 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় সমকালীন ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে নজরুল ইসলামের যে বিদ্রোহী ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করো। ১৬

[অথবা], (খ) 'গানের আড়াল' এবং 'অভিশাপ' কবিতা দু'টি অবলম্বনে নজরুল ইসলামের প্রেমভাবনার স্বরূপ বিষয়ে তোমার ধারণা লিপিবদ্ধ করো। ১৬

৫। (ক) সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বধূ' কবিতাটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করো। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতাটির সঙ্গে ঐ কবিতাটির একটি তুলনা করো। ১৩+৩

[অথবা], (খ) 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতায় কথকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কৈশোর প্রেমের বেদনা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে আলোচনা কর। ১৬

৬। নিম্নলিখিত অংশটির কাব্যশৈলী বিচার করো ঃ ১৬

(ক) কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল

আত্মাশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির, — হে বিধাতঃ! — পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নির্বায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা। দুরন্ত ফাধনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে! —

[অথবা], (খ) এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে ১৬
চাঁদ ডাকে ঃ আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে ঃ আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?
সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না অসময়ে।।